R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১লা অক্টোবর ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, ষডাক ১০৲

এনটিপিসি সদর দপ্তর প্ল্যাণ্টেই হবে, বাসা খেজুরিয়ায়

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১ অকটোবর—ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশনের ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সদর দপ্তর মূল প্ল্যাণ্টেই অর্থাৎ ফরাক্কাতেই হবে। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর জানিয়েছেন এনটিপিসির পারসোনেল অফিসার এইচ এস মিশ্র। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সদর দপ্তর নিয়ে যে জল্পনা-কল্পনা এবং মন্ত্রী পর্যায়ে বাগবিতণ্ডা চলছে, এই ঘোষণা তার অবসানের সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মিশ্রের মতে প্রতিটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সদর দপ্তর মূল প্ল্যাণ্টেই হওয়ার নিয়ম। কাজেই ফরাক্কায় সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে পারে না। তিনি আরো জানান, ১১০০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ২১০০ মেগাওয়াট এবং এই পরিকল্পনা কেন্দ্রের অনুমোদন লাভ করেছে। এর ফলে ২৫,০০০ লোকের বাসার জন্য যে জায়গার দরকার ফরাক্কা এলাকায় সেই পরিমাণ জায়গার অভাব থাকায় বাসা তৈরী করা হবে মালদহের খেজুরিয়ায়। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে ফরাক্কা এলাকাতেই টাউনশীপ গড়তে পারতেন। তাহলে বেনিয়াগ্রাম গ্রামটি সম্পূর্ণই অধিগ্রহণ করতে হত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ চান না বেনিয়াগ্রামের মত একটি প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী গ্রামকে নষ্ট করতে। পক্ষান্তরে ফরাক্কার অপর পারে মালদহের খেজুরিয়ায় ফরাক্কা ব্যারেজের প্রচুর জমি খালি পড়ে রয়েছে। কাজেই নতুন করে জমি অধিগ্রহণের কোন ঝামেলা নাই। এই সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ খেজুরিয়ায় এনটিপিসির টাউনশীপ গড়ে তোলার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মোগলে আজম কারবারের পরিণতি

বিশেষ সংবাদদাতা : বিহারের শকরীগলির ভুয়ো সার্টিফিকেটের দৌলতে ফরাক্কা ব্যারেজের যে সমস্ত নিযুক্ত কর্মচারী চতুর্থ শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন, তাঁদের ১৬৫ জন আপাততঃ জালে পড়েছেন। আরো আছে ওই লাইনের লোক তবে ভেবে চিন্তে তাঁরা পদোন্নতির সুযোগ নেননি। এই ভুয়োওয়ালাদের ব্যাপারে রকমারি সংবাদপত্রে রকমারি খবর বেরিয়েছিল। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ তলে তলে খবর নিচ্ছিলেন প্রথমে তদন্ত ব্যুরো এবং পরে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বিভাগের গোপন রিপোর্টের মাধ্যমে। 'দোঁহে' ঠিক একই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের মুখে বিবেকের কাছে বাঁধা পড়েন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সরষে চাষের আগ্রহ বাড়াতে সরকারী উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরষে চাষে কৃষকদের উৎসাহ বাড়াতে রাজ্য সরকার কুড়ি হাজার সরষে প্রদর্শন ক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রতিটি প্রদর্শন ক্ষেত্র করা হবে এক বিঘা করে জমি নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যে সরষে চাষের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরষে উৎপাদন হয় না বলে অন্য রাজ্য থেকে তেল আমদানী করতে হয়। অনেক সময় বেশী দামে তেল আমদানী করা হয়। রাজ্যের কৃষকদের সরষে চাষে তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। এবার রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে প্রতিটি প্রদর্শন ক্ষেত্রে একজন করে চাষী নিয়োজিত হতে পারবেন। কুড়ি হাজার প্রদর্শন ক্ষেত্রের জন্য কুড়ি হাজার চাষীকে এক কেজি করে সরষে বীজ ও দশ কেজি করে সার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এতে রাজ্য সরকারের খরচ হবে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। রাজ্যে কুড়ি হাজার প্রদর্শন ক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের জেলায় বহরমপুর ও লালবাগ মহকুমায় ছ'হাজার করে এবং কান্দী ও জঙ্গিপুর মহকুমায় চার হাজার করে সরষে প্রদর্শন ক্ষেত্র হবে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে ৬০০ চাষীকে সরষে প্রদর্শন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হবে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : অভিশপ্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে পুজোর মুখে জঙ্গিপুর মহকুমার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফরাক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর এবং সাগরদীঘি সর্বত্রই একই অবস্থা চলছে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণের আওতায় যে সমস্ত গ্রামকে আনা হয়েছে, সেই গ্রামগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সিংজাপুরে লাইন টানা হয়েছে বহুদিন আগে, অথচ এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়নি। এই নিয়ে অভিযোগ ও বিক্ষোভ প্রবল। যে ফরাক্কা নিয়ে এত মাতামাতি সেই ফরাক্কার গ্রামাঞ্চলে বামফ্রন্ট আমলে সর্বপ্রথম গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক চুরির ফলে সেই কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলের মত ফরাক্কার বিদ্যুৎছায়া অঞ্চলে কবে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে তার কোন ঠিক নাই। এদিকে ঘন ঘন লোডশেডিং এর ফলে মহকুমার ক্ষুদ্র

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধর্ষণ ঃ তদন্ত হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুলিশ ব্যারাকে ধর্ষণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত হবে। পুলিশ সুপারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত ওই সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ওই কথা জানান। এস ডি পি ও জানান, মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে পুলিশ ব্যারাকে ধর্ষণের কোন ঘটন ঘটেনি। অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে রঘুনাথগঞ্জ থানা পুলিশ ব্যারাকে।

আত্মহত্যা নয় হত্যা

সাগরদীঘি, ১ অকটোবর—এই থানার জিনদীঘি গ্রামের রূপসেনা খাতুন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেননি, তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। পোষ্ট মরটেম রিপোরট থেকে এ খবর জানা গেছে বলে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও জানিয়েছেন। রূপসেনাকে ৩১ জুলাই কবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ভাই থানায় অভিযোগ করেছিলেন, শ্বশুর বাড়ীতে রূপসেনাকে তার আগের দিন হত্যা করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে সবাই বিশ্বাস করেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন বিভাগই দায়ী ?

সাগরদীঘি, ১ অকটোবর—মনিগ্রাম সংরক্ষিত বন এলাকা থেকে গাছ লোপাটের জন্য বন বিভাগকেই জনসাধারণ দায়ী বলে গণ্য করেছেন। জানানো হয়েছে, এ বছর বন বিভাগ বনের ঘাস ডাক করেছেন। সেই ঘাস কেটে এনে গবাদি পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পালের পাল গবাদি পশু বনে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাস ছাড়াও কচি গাছ খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে বহু

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

এখনই প্রয়োজন

আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যায় নিঃ সংবাদদাতার 'পুরসভায় কর্মযজ্ঞ' প্রতিবেদনটি প্রণিধানযোগ্য। জঙ্গিপুর পুরসভাধীন এলাকার সার্বিক উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে লওয়া হইয়াছে। এই প্রতিবেদনে দেখা যায়, ডাকবাংলো হইতে মহকুমা হাসপাতাল ও গাড়ীঘাট হইতে জয়রামপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কথা আছে। আলোচ্য রাস্তা দুইটির অবস্থা বেশ খারাপ হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ শহরের ভিতরের রাস্তাও সংস্কারের প্রয়োজন। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই রাস্তা সংস্কার এমনভাবে করা হয়, যাহাতে অল্প কালের মধ্যে রাস্তা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ঠিকাদারের কাজের মধ্যে যদি কোন গাফিলতি থাকে, তবে এই অবস্থা হইতে বাধ্য। এক্ষেত্রে নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

রাস্তা সংস্কারের মত আরও একটি আশু প্রয়োজনের বিষয় এই প্রতিবেদনে দেখা যাইতেছে। গুরুত্বপূর্ণ উক্ত বিষয় হইতেছে—রঘুনাথগঞ্জে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন। ভাবিতে অবাক লাগে যে, মহকুমা সদরের কেন্দ্র এই রঘুনাথগঞ্জ শহরে এখনও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চালু হইল না। জঙ্গিপুর শহরে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে এবং জঙ্গিপুর কলেজে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী পড়ান হয়। কিন্তু তাহাতেই প্রসন্ন থাকিবার কারণ নাই। একটি বিশেষ বাধা অর্থাৎ ভাগীরথী নদী পারাপারের মাধ্যমে উক্ত বিদ্যালয়সমূহে পড়াশুনার জন্য সন্তান-সন্ততিদের পাঠাইয়া কোন অভিভাবকই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। আমরা বহু পূর্বে এই সমস্যার কথা লিখিয়াছিলাম। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য জনহিতকর বিদেশী সংস্থার নিকট প্ল্যানের ব্লু-প্রিন্ট ও এষ্টিমেটসহ আবেদন করিয়াও কোন ফল পান নাই। এই বিদ্যালয়ের নিজ জমি আছে যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় নির্মিত হইতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়ের কোন আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় অন্যত্র দ্বারস্থ হইতে হয় যদিচ তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। সুতরাং পুরসভার প্রকল্পের মধ্যে যে বিষয়টি স্থান পাইয়াছে, তাহা আনন্দেরই কথা। তবে তাহা যত দ্রুত সম্ভব, বাস্তবায়িত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় এই শ্রেণীর বিদ্যালয় নির্মিত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং উপযুক্ত প্ল্যান এষ্টিমেটের ভিত্তিতে টাকার সংস্থান করিতে হইবে এবং এই সম্পর্কে কালহরণ পরিহার করা একান্ত দরকার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

গত কয়েকবছর হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলির ডিগ্রী কোর্সের পরীক্ষা হোম সেন্টারে আর হচ্ছে না। এর ফলে মফঃস্বলের পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি কখনও চিন্তা করে দেখেছেন? আমাদের জঙ্গিপুর কলেজের পরীক্ষা বহরমপুরে দিতে যেতে হয়। কিন্তু জঙ্গিপুর হতে বহরমপুরে দিতে যেতে হলে যদিও ট্রেন ও বাসের ব্যবস্থা আছে তবুও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে যোগাযোগটা সুবিধাজনক নয়। একজন ছাত্রী পরীক্ষা দিতে গেলে দূরের জন্য তার সঙ্গে একজন অভিভাবক যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরীক্ষা দেয়ার পর বাড়ী ফিরতে বাস না পাওয়া গেলে বা একটা বাস ফেল করলে পরীক্ষার্থী কিভাবে বাড়ী ফিরবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি একবারও ভেবে দেখেছেন? পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেকেরই যে পরীক্ষা কেন্দ্রের কাছে কোন আত্মীয়স্বজনদের বাড়ী থাকবে এমন কোন কথা নেই বা পরীক্ষার্থীদের হোটেলে থাকার মত আর্থিক সঙ্গতিও থাকতে পারে। আমাদের মতো গ্রামের পরীক্ষার্থীদের পক্ষে দূরে যাতায়াত করাটা সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। কলকাতার পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করেই যদি কর্তৃপক্ষ হোম সেন্টার পরিবর্তন করে থাকেন তবে তাদের পক্ষে সুবিধা হলেও আমাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। অতএব আমাদের বিনীত অনুরোধ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন মফঃস্বল পরীক্ষার্থীদের দিকে দৃষ্টি দেন এবং হোম সেন্টারে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর অসুবিধা দূর করেন।

—কাঞ্চনলাল দাস,
রঘুনাথপুর

জীবনের মান উন্নয়নে জন্মশাসন

সুধীরকুমার ঘোষাল

পৃথিবীর সব দেশই আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সম্মুখীন। ভারতে এই সমস্যা আরও প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। অন্য যে সব সমস্যা আমাদের দেশে দেখা যায় যথা দারিদ্র্য, গৃহ সমস্যা, ভূমি সমস্যা, খাদ্যাভাব, বেকারত্ব সবই ঐ মূল সমস্যা হ'তে উদ্ভূত। এই ক্রমবর্ধমান জনসমস্যার চাপ পড়েছে আমাদের দেশের সব কিছুর উপরই; সব নির্দিষ্ট সরকারী কর্মসূচী ও উন্নয়নশীল পরিকল্পনাগুলির উপর। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সরকার নানা উন্নয়নশীল প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং যথাযথভাবে তা রূপায়িত করেও জনগণের একটা বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নিম্নেই রয়েছে। মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, চিকিৎসা চাহিদামত আজও মেটান সম্ভব হয়নি; উপরন্তু প্রতি বছর নবাগত সন্তান-সন্ততি যারা জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানর সমস্যা নূতন করে সৃষ্টি হচ্ছে। এমনি করে সেই সমস্যার কলেবর প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে মহাত্মা গান্ধী দরিদ্র মানুষের জন্য 'রোটি, কাপড়া, মোকাম' এর ব্যবস্থা চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির তেত্রিশ বছর পরেও ঐ রোটি কাপড়া মোকাম এর সমস্যাকে পুরোভাগে রেখে আমরা আজও সংগ্রাম করে চলেছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে ভারতের যে জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১ সালে ৬০ কোটিতে পৌঁছেছে। আজ তা ৭০ কোটির কাছাকাছি। বিশ্বের ইতিহাসে এত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার মনে হয় ভারতেই প্রথম। বিশেষজ্ঞরা বলেন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমাদের দেশে যে জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ৪৮ আর মৃত্যুহার ছিল ৪৭ আজ সেখানে এই দুই সংখ্যাই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যথাক্রমে ৩৫ ও ১৫তে দাঁড়িয়েছে। মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের চরম অবদানই এর কারণ। বিদেশী শাসনকালে এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটেছে—শেষ আশ্রয় ও সম্বল ধুয়ে মুছে গেছে, কিন্তু আজ ঐ একই অবস্থায় আমাদের জাতীয় সরকার বিপন্ন এলাকার অসহায় মানুষের জন্য সব রকম সাহায্য নিয়ে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসেছে—দুর্গতদের উদ্ধার করেছে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা জনসংখ্যা হ্রাসে ম্যালথাস থিওরিকে জাতীয় সরকার ব্যর্থ করেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাফল্য মানুষকে শুধু দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি তার আয়ুষ্কালকে বৃদ্ধি করেছে, মৃত্যুহারেরও হ্রাস ঘটিয়েছে। যার ফলে দেখা দিয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি—যার নাম 'জনবিস্ফোরণ'। কোন রাষ্ট্রই এই অপরিমেয় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য অপরিমিত সম্পদ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাকৃতিক সম্পদও সীমিত। প্রতি বছর নবাগত অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্য রাষ্ট্রকে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে। কোন পিতামাতাই তার সীমাবদ্ধ আয়ে বহু সংখ্যক সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য, চিকিৎসা এমনকি স্নেহবাৎসল্যও দিতে পারেন না। যে মাতা বারবার গর্ভধারণ করেন সে মাতাও যেমন নিজে স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করেন না তেমনি প্রসূত সন্তানদের উপযুক্ত প্রতিপালন করতে পারেন না। তাদের যত্ন নেবার সময় এবং সুস্থ মানসিকতাও থাকে না। এমনি পরিবারগুলো বড়ো অসুখী। এই সব দুর্ভাগা, স্বাস্থ্যহীন, অবহেলিত সন্তানদের অবস্থা বড়ই করুণ ও মর্মান্তিক। আজ তাই দাম্পত্য কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা, স্ত্রী হত্যা, স্বামী হত্যা, এমনকি আর্থিক অনটনে ও ক্লিষ্ট মানসিকতায় আপন সন্তান হত্যার ঘটনাও বিরল নয়। রাষ্ট্রের পক্ষেও এই অগণিত দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন শিশু ভারস্বরূপ ও বিপজ্জনক।

শিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ আজ অন্যতম। কৃষিতেও আমরা সবুজ বিপ্লব এনেছি। মানুষের মাথাপ্রতি আয়ও দ্বিগুণ হয়েছে, জগদ্দল পাথরের মত যে ভূমি সমস্যা 'গরিবী হঠাও' এর পথ রুদ্ধ করেছিল তা কিছুটা অপসারিত করে আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জাতির অগ্রগতির পথে এক ধাপ এগিয়েছি। এ সব সাফল্য সত্ত্বেও জনজীবনের

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মান উন্নয়নে জন্মশাসন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতি স্তরের উন্নয়ন সন্তাপর হ'য়ে উঠছে না শুধু জন-বিস্ফোরণের কারণে। কোন রাষ্ট্রই এই অবস্থায় নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারে না, আজ তাই প্রতি পরিবারের ও জাতির স্বার্থে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সংকল্প নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি। প্রতি বছর এই অগণিত অবাঞ্ছিত শিশুর আগমন রোধ করতেই হবে। (চলবে)

বিদেশী টেপ আটক

ধুলিয়ান, ৩০ সেপটেম্বর— ধুলিয়ান কাসটমস সম্প্রতি চাঁদপুর সেতুর কাছে পাকুরগামী একটি খালি লরি আটকে পাকুরের ভাগচাঁদ জৈনের কাছ থেকে প্রায় ১৩ হাজার টাকা দামের বিদেশী টেপ রেকরডার ও ক্যাসেট উদ্ধার করে। জৈনকে গ্রেফতার করা হয়।

যাদব সভার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : যাদব সম্প্রদায়ের ওপর পুলিশি অত্যাচার ও নয়নসুখের নীরেন ঘোষকে হত্যার প্রতিবাদে ফরাক্কা-সামসেরগঞ্জ থানা যাদব সভার একটি মিছিল ১৯ সেপটেম্বর রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমার পর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। মহকুমা শাসক তাঁদের বক্তব্য শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বলে জানানো হয়।

মহকুমার ছাত্রের সাফল্য

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নিমতিতা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীহার চৌধুরীর পুত্র শুভাশিস্ চৌধুরী ৭৩২ নম্বর পেয়ে ষ্টার পেয়েছে। রাজ্যের ২০ জনের মধ্যে তার স্থান আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এখন সে ইলেকট্রনিক নিয়ে খড়গপুর আই আই টিতে পড়ছে।

কং (ই) সভাপতি আক্রান্ত

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৩০ সেপটেম্বর— বেওয়া গ্রামের জনৈক কং (ই) কর্মী সি পি এম এর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন শুনে ফরাক্কা ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির সভাপতি ও প্রাক্তন এম এল এ সাহাদাত হোসেন তাঁকে দেখে ফিরে আসার পথে একদল গুণ্ডার হাতে আক্রান্ত হন বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গুণ্ডারা সি পি এম এর লোক বলে দাবি করা হয়েছে। থানায় এই মর্মে একটি অভিযোগও লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গণবিচারের সাজা

ফরাক্কা, ৩০ সেপটেম্বর—২৭ সেপটেম্বর বিকেলে ব্রাহ্মণগ্রামের কিছু উজানে গঙ্গার জলে এক যুবকের মৃতদেহ প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে স্রেফ সন্দেহবশে ইমামনগর গ্রামে ২৯ সেপটেম্বর তুলকালাম এক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। মৃতদেহটি চাল বিক্রেতা ইমামনগর গ্রামের এক হাবিবুর রহমানের। বলা হয়েছে যে, জনৈক তামা সেখ এবং তার পুত্র উভয়ে মিলে ২৬ সেপটেম্বর সন্ধ্যার প্রাককালে লবঙ্গ কে নার অজুহাতে তাকে গঙ্গার ধারে ডেকে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে হত্যা করে এবং পাথর বেঁধে মৃতদেহ জলে ডুবিয়ে দেয়। প্রকাশ, হাবিবুরের নগদ পাঁচশো বা তার কিছু বেশী টাকা খোয়া যায়। পরদিন শনিবার বিকেলে জনৈক মৎস্য-শিকারীর বঁড়শীতে মৃতদেহের সন্ধান মিলে অপ্রত্যাশিতভাবে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঢোল সহযোগে বিচার হয় তামা এবং তার পুত্রের স্রেফ সন্দেহবশে। গ্রামের ৫-৬ হাজার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তামার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে দেয়। অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি মায় ইট, কপাট, জানালা, তক্তা, ঘরের টালি লুট হয়ে যায়। বাড়ীর মেয়েরা পালাতে বাধ্য হয়। সপুত্র তামা এখন উধাও। গণআদালতের বিচারে এই শাস্তি। পুলিশ এসেছিল তড়িৎগতিতে মৃতদেহ উদ্ধারে। এসেছিলেন পুলিশের বড় কর্তা। ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হলেও পুলিশ নির্বিকার অন্যত্র। শোনা যায়, তামা পিতাপুত্রের বিরুদ্ধে নাকি আরো নরহত্যার অভিযোগ আছে।

নাগরিক কমিটির দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ নাগরিক কমিটির একটি প্রতিনিধি দল ২০ সেপটেম্বর ১২ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন জঙ্গিপুর পুর সভাপতির কাছে। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা ও নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনার সময় পরিত্যক্ত সুপার মার্কেট চালুর জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে পুর সভাপতি জানান। ২২ সেপটেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কাছেও একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ওভার ব্রাজ নির্মাণের ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি জরুরী চিঠি পাঠানো হবে বলে মহকুমা শাসক জানান।

এক যাত্রায় পৃথক ফল

ফরাক্কা, ১ অকটোবর— প্রাথমিক শিক্ষকদের সংশোধিত বেতনহার চালু করার পূর্বে প্রথম যে 'অপশন' ফরম ভর্তি করে দাখিল করার নির্দেশ এসেছিল, অনভিজ্ঞতা বশতই হোক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে হোক নিখিলবঙ্গ প্রাঃ শিক্ষক সমিতি ওই ফরম ভর্তি বা দাখিল করতে বারণ করে। এর ফলে বহু প্রাঃ শিক্ষক বেতনহারে পিছিয়ে পড়ে ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হন। বামফ্রন্ট সরকার গদিনাসীন হবার পর সেই ক্ষতির ক্ষত সারাবার জন্য কেঁচে-গণ্ডুষ গোছের একটি সুযোগ দিয়েছেন প্রায় বছর পূর্ণ হল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যান্য পরিদর্শন মণ্ডলের প্রাথমিক শিক্ষকরা পিছিয়ে পড়া টাকা পেয়ে কুলীন হলেও ফরাক্কা পরিদর্শন মণ্ডলের প্রাঃ শিক্ষকদের বেলায় এক যাত্রায় পৃথক ফল। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অভাবে সেই পিছিয়ে পড়া টাকার আজো কোন গতি হয়নি। জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎও যেন সংজ্ঞাহীন। সংজ্ঞাহীন হলেও পর্ষৎ-কর্মীরা বেশ সেয়ানা। অন্যান্য পরিদর্শন মণ্ডলের এই পিছিয়ে পড়া নিখুঁত বিলেরও টাকা কেটে দেয়া হয়েছে। বহরমপুর পঞ্চানন-তলার জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ পুজোর পূর্বে বকেয়া টাকা পাওয়ার জন্য গা-ঝাড়া দিতে পারলে বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন।

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

২৩ সেপটেম্বর হিন্দুস্থান সার করপোরেশনের সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে একটি কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১৫০ চাষী এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন। —প্রাপ্ত

জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ অরবিন্দ ভবনের পার্শ্বে আমবাগান কলোনীর উত্তরপাড়া ভদ্রপল্লীতে পাঁচ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন—শ্রীবৈদ্যনাথ প্রামাণিক, এস ডি ও রোডস্ অফিস আদালত কোর্ট সন্নিকট অথবা জঙ্গিপুর সাহেববাজার পি ডবলু ডি কোয়ার্টার।

পুরোহিত আবশ্যক

কাঞ্চনতলা জমিদার এষ্টেটের নিত্য পূজার জন্য একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন। থাকা-খাওয়া এবং যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। —সমরেন্দ্রনাথ রায়, (বড় তরফ), কাঞ্চনতলা, পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ)
পিন—৭৪২২২৫

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

NOTICE

Farakka Super Thermal Power Project intends to Register local parties of Murshidabad and Malda in their approved list towards supply of various office stationery items. Intending parties may contact our Personnel & Administration Department for further details on or before 15. 10. 1980.

Chief Construction Manager
National Thermal Power
Corporation Ltd.
Farakka Super Thermal Power Project
P. O. Farakka Barrage
Dist. Murshidabad
Pin—742 212

বাসা খেজুরিয়ায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ওই জায়গা এনটিপিসিকে লীজে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন বলে শ্রীমিশ্র জানান। তিনি আরো জানান, এর মধ্যে রাজনীতির কোন ব্যাপার নাই। বর্তমান অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে এটা করা হচ্ছে। সেজন্য সদর দপ্তর হচ্ছে মূল প্ল্যান্টে এবং টাউনশীপ হচ্ছে খেজুরিয়ায়।

বন বিভাগই দায়ী ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গাছ নির্মূল হয়ে গেছে। এ ছাড়াও অভিনব পদ্ধতিতে আস্ত গাছ লোপাট করা হচ্ছে। প্রথমে গাছের গোড়ার ওপরের ছাল কেটে দিয়ে গাছকে মেরে ফেলা হচ্ছে। পরে সেই গাছ কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে একদল সমাজ-বিরোধী। মনিগ্রাম-চাঁদপাড়া এবং মনিগ্রাম-বিষ্ণুপুর সংযুক্ত বনে এ ঘটনা অহরহ ঘটছে। চুরি বন্ধের জন্য এক-জন ডিভিসনাল আফসারকে মনিগ্রাম বীট অফিসে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সেখানে না থেকে সাগর দীঘিতে বাসা করায় এখন পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয় জন-সাধারণ মনে করেন।

আত্মহত্যা নয় হত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রূপসেনা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ৫ আগষ্ট রূপসেনার মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

জনজীবন বিপর্যস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যুৎ নির্ভর জনসাধারণের অবস্থা কাহিল। ছাপাখানা ও ক্ষুদ্র সংবাদপত্র শিল্পও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। পূজোর বাজারে সমস্ত মহকুমা লোডশেডিং এর কালো অন্ধকারে ধুঁকছে। বিদ্যুৎ নাই অথচ বিলের বহর দেখে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের তাক লেগে যাবার উপক্রম হয়েছে।

অফিসে হামলা: বৃহস্পতিবার জিয়াগঞ্জে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একজন কর্মী প্রহৃত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিদ্যুৎ কর্মীরা ধর্মঘট পালন করেন। ওই দিন একদল লোক রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে চড়াও হয়ে দু'জন কর্মীকে প্রহার করে। প্রতিবাদে বিদ্যুৎ কর্মীরা সোমবার একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন।

কারবারের পরিণতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরে ঠিক হয় যে, ১৯৮২ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে স্কুল ফাইনাল পাস করা একেবারে সাচ্চা সার্টিফিকেট দাখিল করতেই হবে; অন্যথায় পদাবনতি ঘটবেই। ফ্ল্যাশ: এখন প্রশ্ন, কেন এই সুযোগ দান ? উত্তরে বলা চলে, এদের সার্টিফিকেটকে সাচ্চা মূল্য দিয়ে যে সমস্ত পদস্থ কর্মচারী প্রথমে সাহায্য করেছিলেন তাঁরাও জড়িয়ে যান যে। এছাড়া আছে আইনগত আশ্রয় গ্রহণ ভুয়োদের তরফ থেকে যাচাই করা হয়নি কেন সরকারের তরফ থেকে ? 'মোগলে আজম' কারবার কি একেই বলে ?

কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা: ফেডারেশন অব এগ্রিকালচার টেকনলজিষ্ট সারভিস এসোসিয়েশনের আন্দোলনের প্রথম পর্যায় সাতদিন ধরে অবস্থান ও অনশনের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে পরবর্তী পর্যায়ে কালো ব্যাজ ধারণ ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা এ্যাসোশিয়েসন ঘোষণা করেছেন।

মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে
শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

গল্প লিখেছেন: সমরেশ বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং.....

*

'রাণি চৌধুরী আই পি এস—নাম শুনলে শিল্পাঞ্চলের দুর্বৃত্তদের হাঁটুতে খুব নি বাজত' সেই ডাকাতে মেয়ের প্রেম-ভালবাসার নাটকীয় কাহিনী 'পরিধি পেরিয়ে' উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিচিত্র ব্যতিক্রম। লিখেছেন.....

*

কবিতা লিখেছেন: পূর্ণেন্দু পত্রী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল বসু, শম্ভু রক্ষিত, শান্তশীল দাস এবং .....

প্রবন্ধ লিখেছেন: ডঃ অমলেন্দু মিত্র, প্রফুল্লকুমার গুপ্ত এবং.....

রম্য রচনা লিখেছেন: কলকাতার বিখ্যাত দৈনিকের সাংবাদিক সুজন চন্দ।

প্রচ্ছদ: বামকিঙ্কর বেইজ

মূল্য: তিন টাকা

(বাৎসরিক গ্রাহকদের জন্য দু টাকা)

এজেন্ট কমিশন ৩০%

সত্বর যোগাযোগ করুন।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার
(৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

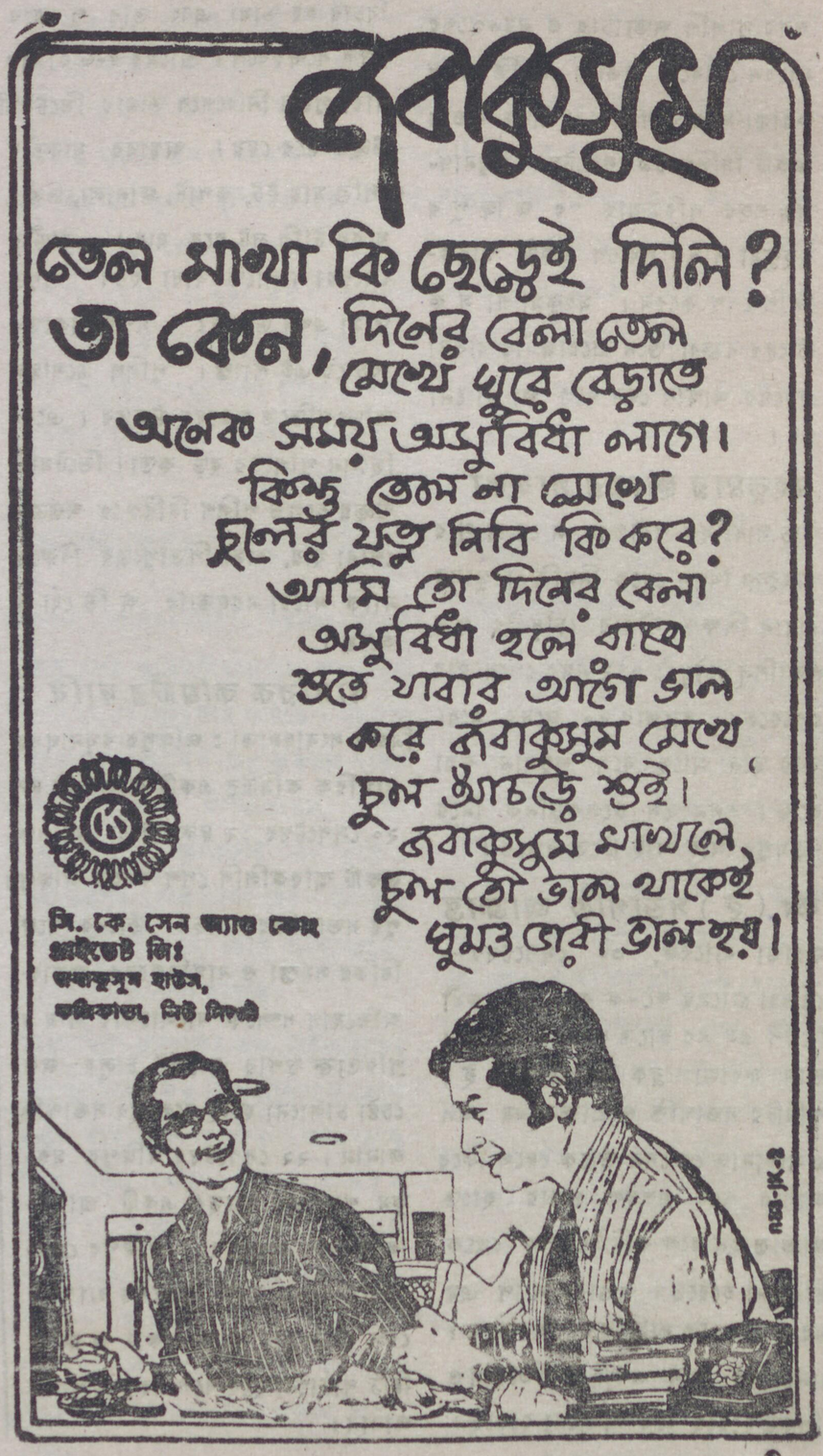

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫ পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।